যুগান্তর

JUN. 29 2002

ঢাবি কর্তৃপক্ষ ফের ব্যর্থ : শিক্ষকদের কনসালটেন্সি বন্ধ হচ্ছে না

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কনসালটেন্সি বা পার্টটাইম চাকরি বন্ধ হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১২ বার শিক্ষকদের কনসালটেন্সি বন্ধের উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বর্তমানে চার শতাধিক শিক্ষক কনসালটেন্সিতে বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাদের মধ্যে মাত্র ১১ জন শিক্ষক কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। শতাধিক শিক্ষক বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। তাদের মধ্যে ৯ জন ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বিদেশে অবস্থান করছেন। আগামী ২ মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান না করলে তাদের চাকরির পরিসমাপ্তি ঘটবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কনসালটেন্সির ব্যাপারে গত ১১ জুন অনুষ্ঠিত ডিন কমিটির মিটিংয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং আগামী রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান এ ব্যাপারে বলেন, যেহেতু শিক্ষকদের কনসালটেন্সি বন্ধ করা যাচ্ছে না, তাই

শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৮

শিক্ষক : বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকদের কনসালটেন্সি বা পার্টটাইম চাকরি থেকে একটি অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে জমা পড়ুক। এটা আমরা নিশ্চিত করতে চাই। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধিরও একটি পথ হবে।

জানা যায়, ১৯৮৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১২ দফা উদ্যোগের মধ্যে ১৯৯৮ সালের জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০টি বিভাগ ও ইন্সটিটিউটে কর্তৃপক্ষ ১৯ দফা সুপারিশ করে।

ওই বছরই ১৫ নভেম্বর আবার সাবেক উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভাতে কনসালটেন্সি বন্ধে ১০টি সুপারিশ বিবেচনা করা হয়। সূত্র জানায়, রাজনৈতিক চাপ ও বিভাগীয় প্রধানদের অসহযোগিতার কারণে কোন সুপারিশ বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি এবং অনুমতি না নিয়েও শিক্ষকরা বাইরের বৈধ সংস্থার সঙ্গে বৈধ সম্পর্ক রাখতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে আর্থিক লাভের কোন বিষয় থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী একজন অধ্যাপক সপ্তাহে ১০টি, সহযোগী অধ্যাপক ১৪টি, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক ১৬টি করে ক্লাস নেবেন। অনুমতিসাপেক্ষে কোন শিক্ষক বাইরে কনসালটেন্সি করলে তাকে আয়ের ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে জমা দিতে হবে। কিন্তু এসব বিধির অধিকাংশই মানা হচ্ছে না। আইন অমান্যকারী কোন শিক্ষক এ পর্যন্ত কখনও শাস্তির বা জবাবদিহির মুখোমুখিও হননি।

বারবার উদ্যোগ নিয়েও কর্তৃপক্ষের ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারে সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহাদত আলী জানান, রাজনৈতিক চাপ এবং শিক্ষকদের নৈতিকতার কারণে এটা সম্ভব হচ্ছে না। একজন শিক্ষকের পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় মাসে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করে। অথচ তারা কাজের স্বচ্ছতার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে রাজি নন।

বর্তমান কোষাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়েই একজন শিক্ষক বাইরে কনসালটেন্সি করার সুযোগ পান। সেজন্য নিয়ম অনুযায়ী কেউ বাইরে 'কনসালটেন্সি' করলে বা 'ডেপুটেশন' ও 'লিএন'-এ গেলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমতি নিয়ে তার ওই আয়ের ২০ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় কোষাগারে জমা দেবেন। কিন্তু তা মানা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে আমরা কঠোর পদক্ষেপ নেব। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক আসাদুজ্জামান জানান, আমরা অবগত হয়েছি, অনেকে এখানে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) ফুলটাইম চাকরির পাশাপাশি আরও দুটি ফুলটাইম চাকরি করেন। সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ক্লাস নিয়ে সারাদিন বাইরে ব্যস্ত থাকেন।